তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২২৮/২০১৫

অভিযোগকারী ঃ **জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম**
পিতা-মোঃ আনোয়ার হোসেন
টি, ৪৬/ক, মালগুদাম
ময়মনসিংহ-২২০০।

প্রতিপক্ষ ঃ ১। **জনাব মোঃ শাহ আলম ভূঁঞা**
হিসাব কর্মকর্তা/প্রশাসন/সার্বিক/পূর্ব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
এফ এ এন্ড সি এ ও/পূর্ব দপ্তর
সিআরবি, চট্টগ্রাম।

২। **জনাব এ বি এম মফিজুল ইসলাম**
প্রাক্তন হিসাব কর্মকর্তা/প্রশাসন /সার্বিক/পূর্ব (চঃদাঃ)
ও
প্রাক্তন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিআরবি, চট্টগ্রাম ।

৩। **জনাব নজরুল ইসলাম**
মহাপরিচালক
সিভিল অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ ঃ ১০-০৫-২০১৬ ইং)

অভিযোগকারী গত ১৪-০৬-২০১৬ তারিখে প্রথমে তথ্যাদি চেয়ে আবেদন করেন এবং উক্ত আবেদনের অনুবৃত্তিক্রমে দাখিলকৃত অভিযোগের ভিত্তিতে তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী গত ০৪-০৩-২০১৩ তারিখে পুনরায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব এ বি এম মফিজুল ইসলাম, হিসাব কর্মকর্তা/প্রশাসন /সার্বিক/পূর্ব (চঃদাঃ) ও প্রাক্তন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিআরবি, চট্টগ্রাম বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিটর পদে নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য (২৭/০৪/২০১১ইং তারিখে দৈনিক ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে)

১. ২৭-০৪-২০১১ ইং তারিখে দৈনিক ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত (অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা/পূর্ব এর কার্যালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সি আর বি, চট্রগ্রাম) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে অডিটর পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর কোন অংশের কোথাও কোন প্রকার উল্লেখ করা হয় নাই যে পদ সংখ্যা কম হলে/কম হওয়ার কারণে জেলা ভিত্তিক কোন পোষ্য কোটা (সংরক্ষিত) থাকবে না। বিভাগওয়ারী পোষ্য কোটা বিতরণ করা হবে। শর্তাবলীর ৩ নং এ স্পষ্ট বলা হয়েছে, প্রার্থী বাছাইকালে বিদ্যমান বিধি বিধান অনুসারে সর্বপ্রথম মোট শূন্য পদে হতে এতিম খানা নিবাসী/শারীরিক প্রতিবন্দীদের জন্য ১০% এবং ৪০% পদ রেলওয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পোষ্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে, যা জেলা কোটার ভিত্তিতে বন্টন করা হবে। এখন প্রশ্ন হল-

(ক) ২৩-০৯-২০১২ ইং তারিখে আবেদনকারীকে সত্যায়িত যে তথ্য সরবরাহ করা হয় তাতে বলা হয়েছে যে, "এমনকি বৃহত্তর জেলায়ও নির্দিষ্ট কোন কোটা ছিল না । লোকসংখ্যা অনুযায়ী বিভাগ ওয়ারী পোষ্য কোটা বিতরণ করা হয়েছে।" যেখানে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীতে সংরক্ষিত পোষ্য কোটা বন্টন জেলা কোটার ভিত্তিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, সেখানে বিভাগীয় কোটা নিয়মটি আসল কোথা থেকে?
(খ) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলী ১ (ঠ) - তে বলা হয়েছে বিশেষ কোটায় আবেদন করলে কোটার নাম উল্লেখ পূর্বক প্রামাণিক দলিল সহ আবেদন করতে হবে। এছাড়া শর্তাবলীর ৪ (ছ) তে রেল পোষ্যদের জন্য পোষ্য সনদের স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে । তাই ৪০% সংরক্ষিত পোষ্য কোটায় আবেদন করার পর ও কেন ফলাফল (সংরক্ষিত পোষ্য পদ) জেলা কোটায় নির্দিষ্ট থাকবে না?

(গ) যেখানে ২৩-০৯-২০১২ ইং তারিখে প্রাপ্ত তথ্যে বলা হয়েছে ৪১ (একচল্লিশ) জনের পরিবর্তে ৬৩ তেষট্রি) জনকে চূড়ান্ত নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। অতএব, পদসংখ্যা কম বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

(ঘ) মাদারীপুর জেলার পোষ্য কোটা কি কখনোই রেলের বিদ্যমান বিধি বিধান অনুসারে জেলা কোটার অন্তর্ভুক্ত নয়? যদি তাই হয় তাহলে কেন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে (সুস্পষ্ট তথ্য ও প্রত্যায়িত অনুলিপির প্রমাণ দিতে হবে) উল্লেখ করা হল না? উদাহরণ স্বরূপ বিজ্ঞপ্তিতে যেমন চৌদ্দটি জেলার প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য দেয়া হয়েছিল।

(ঙ) লোক সংখ্যা অনুসারে বিভাগওয়ারী পোষ্য কোটা কিভাবে বিতরণ করা হয়েছে এবং লোক সংখ্যা বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

২. ঢাকা বিভাগের কোন কোন জেলায় পোষ্য কোটা নির্দিষ্ট ছিল/ কোন কোন জেলায় ছিল না এবং কোন কোন জেলার প্রার্থীদের জেলা প্রতি কতজনকে পোষ্য কোটায় চূড়ান্ত নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে?
৩. কোটা ভিত্তিক প্রার্থী সংখ্যা উল্লেখ পূর্বক বৃহত্তর মাদারীপুর জেলায় সর্বমোট কতজন আবেদন করেছিল এবং কতজন লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল?
৪. লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় পাশ নম্বর সর্বনিম্ন কত নির্ধারিত ছিল?
৫. বাংলাদেশ রেলওয়ে নিয়োগ আইনের অনুলিপি।
৬. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ৪১ টি পদের বিপরীতে কিসের ভিত্তিতে ৬৩ জনকে অডিটর পদে চুড়ান্ত নিয়োগ দেয়া হয়েছে তার তথ্য প্রমাণ সহ ব্যাখ্যা ।
৭. মৌখিক পরীক্ষায় আবেদনকারীর প্রাপ্ত নম্বর কর্তৃপক্ষকে হাতে লেখা খসড়া ট্যাবুলেশন সীটের ফটোকপি (কোন কম্পিউটার প্রিন্ট কপি নয়), অনুরুপভাবে লিখিত পরীক্ষার ট্যাবুলেশন সীট- (খাতা নিরীক্ষাকারী শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম,পদবী ও স্বাক্ষর ও সহ)।
৮. সংশ্লিষ্ট হাজিরা খাতার সত্যায়িত অনুলিপি, যেখানে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আবেদনকারী/ মৌখিক পরীক্ষার্থীদের সকলে পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষের যোগাযোগের জন্য স্বহস্তে লিখিত ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর সহ হাজিরা স্বাক্ষর দিয়েছিল (আংশিক নয়, সম্পূর্ণ পৃষ্টা)
৯. ২৩-০৯-২০১২ইং তারিখে কর্তৃপক্ষ হতে প্রাপ্ত তথ্যে আবেদনকারী হাজিরা খাতার যে স্বাক্ষরের অনুলিপি পেয়েছিল সুস্পষ্টভাবে তা আবেদনকারীর নিজের নয় বলে সন্দেহাতীত ভাবে প্রতীয়মান হওয়ায় পুনরায় নতুনভাবে পরিস্কার অনুলিপি (কোন প্রকার ঘষামাজা/আংশিক/কম্পিউটার স্ক্যান প্রিন্ট ও সংযোজন বিয়োজন ছাড়া)।
১০.অডিটর পদে নিম্নলিখিত কোটা অনুযায়ী কোন কোন জেলার সর্বমোট কতজনকে চূড়ান্ত নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত কোটার নাম	কোটা ভিত্তিক নিয়োগ প্রাপ্ত মোট প্রার্থীর সংখ্যা	যে যে জেলার প্রার্থী জেলা /প্রার্থী সংখ্যা)	মন্তব্য
০১	এতিমখানা নিবাসী /শারীরিক প্রতিবন্দী			
০২	রেলওয়ে পোষ্য (সংরক্ষিত)			
০৩	মুক্তিযোদ্ধার সন্তান			
০৪	মহিলা			
০৫	উপজাতি			
০৬	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা সদস্য			
০৭	সাধারণ প্রার্থী			

২। গত ০৪-০৩-২০১৩ তারিখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব এ বি এম মফিজুল ইসলাম, হিসাব কর্মকর্তা/প্রশাসন /সার্বিক/পূর্ব (চঃদাঃ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিআরবি, চট্টগ্রাম ১১-০৩-২০১৩ তারিখে অউ/ই/প্রশাসন-৫/১২/তথ্য অধিকার আইন স্মারকে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ প্রদান করেন। নোটিশে তথ্য সরবরাহে অপারগতার কারণ হিসেবে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ এর (ঠ) উপধারা এবং এসআরও নং-২৩৮ আইন/২০০৯ এর বিধি ৫ অনুযায়ী চাহিত তথ্যাদি তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সরবরাহ করা সম্ভব নয় মর্মে জানানো হয়। পরবর্তিতে ২১-০১-২০১৪ তারিখে অভিযোগকারী তথ্যানুসন্ধানের অগ্রগতি ও সর্বশেষ অবস্থা জানতে চেয়ে জনাব এ বি এম মফিজুল ইসলাম, হিসাব কর্মকর্তা/প্রশাসন /সার্বিক/পূর্ব (চঃদাঃ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিআরবি, চট্টগ্রাম বরাবরে আবেদন করেন। ২১-০১-২০১৪ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ১২-০২-২০১৪ তারিখে ও অউ/ই/প্রশাসন-৫/১২/তথ্য অধিকার আইন স্মারকে জানান যে বিষয়টি এখনও তদন্তাধীন আছে। তদ্পরবর্তিতে অভিযোগকারী পুনরায় ২৪-১১-২০১৪ তারিখে আবেদন করলে জনাব এ বি এম মফিজুল ইসলাম, হিসাব কর্মকর্তা/প্রশাসন /সার্বিক/পূর্ব (চঃদাঃ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ০২-১২-২০১৪ তারিখে অউ/ই/প্রশাসন-৫/১২/তথ্য অধিকার আইন স্মারকে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ প্রদান করেন। নোটিশে তথ্য সরবরাহে অপারগতার কারণ হিসেবে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ এর (ঠ) অনুচ্ছেদ এবং এসআরও নং-২৩৮ আইন/২০০৯ এর বিধি ৫ অনুযায়ী চাহিত তথ্যাদি তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সরবরাহ করা সম্ভব নয় মর্মে জানানো হয়। ০৪-১০-২০১৫ তারিখে অভিযোগকারী পুনরায় উক্ত কর্মকর্তা বরাবরে তদন্ত কার্যক্রমের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনের পরও প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০১-১১-২০১৫ তারিখে জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেল ভবন, ঢাকা বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ৩০-১১-২০১৫ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ২১-১২-২০১৫ তারিখের সভায় অভিযোগটি আমলে নিয়ে ০৬-০১-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। শুনানীতে অভিযোগকারী হাজির কিন্তু প্রতিপক্ষ গরহাজির। প্রতিপক্ষ গরহাজির থাকায় ০৯-০২-২০১৬ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, সাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৫। ০৯.০২.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত শুনানীতে উভয়পক্ষ উপস্থিত। শুনানীতে জানা যায় যে, এই নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র জনাব নজরুল ইসলাম, প্রাক্তন অতিঃ অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা ও আহবায়ক, নবনিয়োগ কমিটি(বর্তমানে মহাপরিচালক, সিভিল অডিট) এর নিকট রক্ষিত আছে এবং কিছু কাগজপত্র দুর্নীতি দমন কমিশন জব্দ করেছে । কাজেই সিভিল অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর প্রধান কার্যালয়ের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ নাসিরউদ্দিন এর উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় ২১-০৩-২০১৬ পুনঃশুনানীর তারিখ নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করার আদেশ হলে সমন জারী করা হয়।

৬। ২১-০৩-২০১৬ তারিখের শুনানীতে সিভিল অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বিদেশে অবস্থান করায় গরহাজির। জনাব মোঃ নাসিরউদ্দিন দুদকের উপ-পরিচালক হাজির হয়ে জানান যে, নিয়োগ সংক্রান্ত কোন মূল কাগজপত্র দুদক নেয় নি । অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য স্মারক নং : দুদক/বি.অনু.ও তদন্ত-১/৬৫-২০১২/১২৫০১ তারিখ ৩০.০৪.২০১৩ মূলে অভিযোগকারীকে নোটিশ দিয়েছিলেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে শুধুমাত্র ফটোকপি নিয়েছেন । বর্তমানে চাহিত তথ্য আবেদনকারীকে দিলে দুদকের অনুসন্ধান কার্যক্রমে কোন অসুবিধা হবে না মর্মে কমিশনকে অবহিত করেন। এ পর্যায়ে তিনি অব্যাহতির প্রার্থনা করলে তা মঞ্জুর করে পরবর্তী শুনানীতে সিভিল অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা থাকায় ১৮-০৪-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

৭। ১৮-০৪-২০১৬ তারিখের শুনানীতে সিভিল অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক গরহাজির। কিন্তু শুনানীতে তার উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা থাকায় ১০-০৫-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

৮। গত ১০-০৫-২০১৬ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম ও জনাব মোঃ শাহ আলম ভূঁঞা, হিসাব কর্মকর্তা/প্রশাসন/সার্বিক/পূর্ব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), এফ এ এন্ড সি এ ও/পূর্ব দপ্তর, সিআরবি, চট্টগ্রাম হাজির, জনাব এ বি এম মফিজুল ইসলাম, প্রাক্তন হিসাব কর্মকর্তা/প্রশাসন/সার্বিক/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে সিআরবি, চট্টগ্রাম হাজির, জনাব মতিয়ার রহমান, হিসাব কর্মকর্তা/ব্যয় , বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিআরবি, চট্টগ্রাম গরহাজির এবং জনাব নজরুল ইসলাম, মহাপরিচালক, সিভিল অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স, সেগুন বাগিচা, ঢাকা এবং তার পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ জহিরুল ইসলাম হাজির ।

৯। অভিযোগকারী জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তিনি ১৪.০৬.২০১২ তারিখে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করলে ০১.১০.২০১২ তারিখে আবেদনকারীকে তথ্য সরবরাহ করা হয় । কিন্তু অভিযোগকারী প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট না হওয়ায় পুনরায় ১০.১০.২০১২ তারিখে অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা এর কার্যালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিআরবি, চট্টগ্রাম বরাবর তথ্য চেয়ে আবেদন করেন । কিন্তু তথ্য না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ নম্বর ১৩/২০১৩ দায়ের করলে উক্ত কেসের ০৩.০৩.২০১৩ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার প্রার্থীত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ না করে কালক্ষেপণ করেছেন। তৎপর প্রার্থিত তথ্য যাতে দিতে না হয় সেজন্য বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশন এবং মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের তদন্তাধীন আছে মর্মে উল্লেখ করে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ঠ) উপধারা এবং এসআরও নং ২৩৮ আইন/ ২০০৯ এর বিধি ৫ অনুযায়ী তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সরবরাহ করা সম্ভব নয় মর্মে জানানো হয় । এজন্য তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার শাস্তি দাবী করেন ।

১০। প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ শাহ আলম ভূঁঞা, হিসাব কর্মকর্তা/প্রশাসন/সার্বিক/পূর্ব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), এফ এ এন্ড সি এ ও/পূর্ব দপ্তর, সিআরবি, চট্টগ্রাম, তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, প্রাক্তন হিসাব কর্মকর্তা/প্রশাসন/সার্বিক/পূর্ব এবং তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব এ বি এম মফিজুল ইসলাম তথ্য সরবরাহের অপারগতা জানিয়ে বিগত ০৪/০৩/২০১৩ (স্মারক নং- নাই) এবং ১২/০২/১৪ তারিখে স্মারক (নং- অউ/ই/প্রশাসন-৫/১২/ তথ্য অধিকার আইন) মারফত বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে মর্মে অভিযোগকারীকে জানানো হয়েছে মর্মে তথ্য কমিশনকে অবহিত করেন এবং অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চেয়ে তিনি কমিশনের নিকট প্রার্থনা করেন। তথ্য কমিশনের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে তিনি আরো জানান যে, নিয়োগ সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র মহাপরিচালক, সিভিল অডিট অধিদপ্তর এর হেফাজতে সংরক্ষিত রয়েছে ।

১১। প্রতিপক্ষে সংশ্লিষ্ট পূর্বতন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব এ বি এম মফিজুল ইসলাম, প্রাক্তন হিসাব কর্মকর্তা/প্রশাসন/সার্বিক/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে সিআরবি, চট্টগ্রাম, তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী চাকুরীজীবি এবং প্রাক্তন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বে থাকা অবস্থায় দুদক মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের ২৭.০১.২০১৩ তারিখের অফিস আদেশ নং সিএজি/জিবি/বি:অ:/১৩৭৭ পার্ট-১/১২ মাধ্যমে গঠিত কমিটির নিকট অভিযোগের বিষয়টি তদন্তাধীন থাকায় তথ্য সরবরাহের অপারগতা জানিয়ে পত্র মারফত অভিযোগকারীকে জানানো হয়েছে মর্মে তথ্য কমিশনকে অবহিত করেন এবং অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চেয়ে তিনি কমিশনের নিকট প্রার্থনা করেন। তথ্য কমিশনের জিজ্ঞাসার জবাবে তিনিও জানান যে, নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র নিয়োগ কমিটির আহবায়ক জনাব নজরুল ইসলাম, মহাপরিচালক, সিভিল অডিট অধিদপ্তর এর হেফাজতে রয়েছে ।

১২। অদ্য শুনানীকালে চাহিত তথ্যের সংরক্ষণকারী কর্মকর্তা জনাব নজরুল ইসলাম, আহবায়ক, নবনিয়োগ কমিটি ও বর্তমানে, মহাপরিচালক, সিভিল অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স, সেগুন বাগিচা, ঢাকা এর উপস্থিতিতে তার পক্ষে নিয়োগকৃত বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ জহিরুল ইসলাম উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ঠ) উপধারা অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির আবেদনটি অচলযোগ্য বিধায় অভিযোগকারীকে তার চাহিত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয় । তিনি আরো বলেন যে, অডিটর পদে নিয়োগের বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশন এর তদন্তাধীন আছে এবং দুদক কর্তৃক বিষয়টি তদন্তাধীন থাকায় বাংলাদেশ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক দপ্তর হতে বিভাগীয়ভাবে এ বিষয়ে তদন্ত কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে মর্মে অভিযোগকারীকে জানানো হয়েছে । এমতাবস্থায় অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয় বিধায় তথ্য সরবরাহে অপরাগতার নোটিশ প্রদান করা হয়েছে মর্মে তথ্য কমিশনকে অবহিত করেন এবং এই অভিযোগ থেকে মহাপরিচালককে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য তিনি কমিশনের নিকট মৌখিক প্রার্থনা করেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের সংশ্লিষ্ট সকলের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর চাহিত তথ্য সরবরাহের বিষয়ে তথ্য অধিকার আইনের ৭(ঠ) উপধারা উল্লেখ করে অপরাগতার নোটিশ প্রদান করেছেন । অপরাগতার নোটিশে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অডিটর পদে নিয়োগের বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশন এবং মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের আদেশ নং সিএজি/জিবি-১/বিঃআঃ/১৩৭৭/পার্ট-১/১২ তারিখ ২৭-০১-২০১৩ এর মাধ্যমে গঠিত কমিটির নিকট তদন্তাধীন থাকায় চাহিত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয় । সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্রের সংরক্ষণকারী কর্মকর্তা মহাপরিচালক, সিভিল অডিট অধিদপ্তর এর পক্ষে শুনানীতে আরো জানানো হয়েছে যে, দুদক কর্তৃক বিষয়টি তদন্তাধীন থাকায় বাংলাদেশ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর দপ্তর হতে বিভাগীয়ভাবে এ বিষয়ে তদন্ত কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে । অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহে অপরাগতার নোটিশ প্রদান করার বিষয়টি উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত এবং সিভিল অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের বক্তব্য থেকে আরো জানা গিয়েছে যে, দুদকের নিকট বিষয়টি তদন্তাধীন থাকায় মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের বিভাগীয় তদন্ত কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে । দুদকের সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক হাজির হয়ে জানান যে, নিয়োগ সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য শুধুমাত্র ফটোকপি সংগ্রহ করা হয়েছে । তথ্য কমিশনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করা হলে অনুসন্ধান কার্যক্রমে কোন অসুবিধা হবে না । এমতাবস্থায়, দুদকের অনাপত্তি থাকায় অভিযোগকারীর চাহিত তথ্য সরবরাহযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয় ।

অন্যদিকে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয় কর্তৃক অভিযোগের বিষয়ে প্রথমে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় ২৭.০১.২০১৩ তারিখে । পরে ১১.০২.২০১৩ তারিখে গঠিত কমিটি সংশোধন করে পুনরায় সংশোধিত অফিস আদেশ জারি করে গঠিত কমিটির কার্যপরিধি নির্ধারণপূর্বক, এক মাসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয় । কিন্তু উক্ত কমিটি গঠনের পরে ১ মাসের স্থলে ৩ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হলেও তদন্ত কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয় নি । বরং দুদক কর্তৃক তদন্ত করার অজুহাতে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক গঠিত কমিটির তদন্ত কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে মর্মে গত ০১.১১.২০১৫ তারিখের স্মারক নম্বর বিহীন অপরাগতার নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে । উক্ত নোটিশটি ০১.১১.২০১৫ তারিখে ইস্যুকৃত দেখানো হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান ১২.০১.২০১৬ তারিখে স্বাক্ষর করেছেন দেখা যায় । পক্ষান্তরে অভিযোগকারী প্রথমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছিলেন ১৪.০৬.২০১২ তারিখে এবং সরবরাহকৃত তথ্যে সন্তুষ্ট না হওয়ায় ২য় আবেদন করেছিলেন ১০.১০.২০১২ তারিখে । উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশনে ১৩/২০১৩ নম্বর কেস রুজু হয় এবং পরে তথ্য কমিশনের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ০৪.০৩.২০১৩ তারিখে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পুনরায় দাখিল করেন । ২য় বার আবেদনের ক্ষেত্রেও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯ (১) উপধারা অনুযায়ী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে অর্থ্যাৎ নভেম্বর, ২০১২ এর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তথ্য সরবরাহ বাধ্যতামূলক ছিল । তথাপি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ চাহিত তথ্যাদি সরবরাহের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া সত্বেও তথ্য সরবরাহ না করে তথ্য না দেয়ার অজুহাত সৃষ্টি করে অপারগতার নোটিশ দিয়ে ৩ বছরের বেশি সময় কালক্ষেপণ করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয় ।

সিদ্ধান্ত।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত নির্দেশনাসহ অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১. এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরবর্তী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় তদন্ত কার্যক্রম সমাপ্ত করে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করতে হবে । দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিষয়টি গঠিত কমিটিকে অবহিত করবেন এবং মহাপরিচালক, সিভিল অডিট অধিদপ্তর, জনাব নজরুল ইসলাম গঠিত কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।

২. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩. দুদকের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন কর্তৃক ইস্যুকৃত স্মারক নং দুদক/বি.অনু. ও তদন্ত -১/৬৫-২০১২/২০৫০১ তারিখ ৩০.০৪.২০১৩ (হস্তলিখিত) ও তারিখ ২৮.০৪.২০১৩ (টাইপকৃত) এর পরিপ্রেক্ষিতে অনুসন্ধান কার্যক্রম ৩ বছরেও সমাপ্ত না করায় দ্রুত সমাপ্ত করে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত আদেশের অনুলিপি চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন বরাবর প্রেরণ করতে হবে ।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার